



296429 - যবে ব্যক্তরি পায়রে ফাটার মধ্যবে ময়লা রয়েছে তার পছিনে নামায় আদায় করার হুকুম

প্রশ্ন

পায়রে ফাটার ভেতরে অনকে ময়লা থাকা সংক্রান্ত আপনাদরে ফতোয়াটি আমি পড়ছে। সখোনে আপনারা বলছেন: ময়লা বেশি হলে সটো দূর করা আবশ্যিক; অল্প হলে মার্জনীয়। কনিতু আমাদরে মসজদিরে ইমামরে পায়রে অনকে ময়লা। তার পছিনে আমার নামায় পড়া কিসহি হব? যদি তিনি হুকুম না জাননে তাহলে তার পছিনে আমার নামায় পড়ার হুকুম কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ওয়ুর অঙ্গে পানি পটৌছতে যা কছি বাধা দেয় সটো দূরীভূত করা আবশ্যকীয়; যাতে করে আল্লাহ্ যভেবে অঙ্গটি ধৌত করার নরিদশে দয়িছেন সটো বাস্তবায়তি হয়। কোন কোন আলমেরে নকিট যা কছি দূরীভূত করা কষ্টকর যমেন নখরে নীচরে ময়লা ও পায়রে ফাটার ভেতরে ময়লা সগেলো মার্জনীয়।

"মাতালবি উলনি নুহা" গ্রন্থে (১/১১৬) বলেন: "নখরে নীচরে সামান্য ময়লা বা এ জাতীয় কছি (যমেন নাকরে ভেতরে প্রবশেক্ত কোন বস্তু) কোন কষ্ট করবে না। এমনকি সটো যদি পানি পটৌছতে বাধা দেয় তবুও। যহেতে এটি সচরাচর ঘটতে থাকে। যদি এর কারণে ওয়ু অশুদ্ধ হত তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা স্পষ্ট করে দতিনে। যহেতে স্পষ্টীকরণ প্রয়োজনের সময়রে পরে আসা জায়যে নয়। শাইখ তাকী উদ্দনি এর (তথা সামান্য ময়লার) অধিক্ত করছেন সকল সামান্য বস্তুকে যা পানি পটৌছতে বাধা দেয়; যমেন শরীররে কোন অঙ্গে লগে থাকা রক্ত ও আটার খামরি। তিনি নখরে নীচরে উপর এটাকে কয়াস করে এ অভিমত নরিবাচন করছেন। এর অধিক্ত হবে শরীররে কোন অঙ্গে যে ফাটা থাকে সটোও"।[সমাপ্ত]

"হাশিয়াতুর রাওয়" গ্রন্থে (১/২০৪) বলেন: "যমেন নাকরে ভেতরে প্রবশেক্ত কোন বস্তু যা পানি প্রবশে প্রতবিন্দকতা তরৌ করে। এমন ব্যক্তরি পবত্রিতা অর্জন শূদ্ধ। এটি মুওয়াফফাক ও অন্যান্যদরে নরিবাচতি অভিমত।

"ইনসাফ" গ্রন্থে এ অভিমতকে সঠিকি বলা হয়ছে। শাইখ বলেন: শরীররে অঙ্গসমূহরে কোন অংশে সামান্য ময়লা থাকলে সগেলো এবং দুই পায়রে ফাটার ভেতরে ময়লা থাকলে সটোও মার্জনীয়। এর অধিক্ত করা হয়ছে প্রত্যকে সামান্য জনিসি যা শরীররে যে স্থানে রয়েছে সখোনে পানি পটৌছতে বাধা দেয়। যমেন- রক্ত, খামরি ইত্যাদি। তিনি এ অভিমতটি নরিবাচন করছেন"।[সমাপ্ত]



অতএব, দুই পায়রে ফাটার ভেতরে যে ময়লাগুলো থাকে সেটো মার্জনীয়; যদি ধরে নেয়া হয় যে, আসলহে ময়লা রয়েছে। আর হতে পারে সেটো রঙ পরবিত্তন হয়ে গেছে এমন চামড়া; ত্বকে পানি পৌঁছতে বাধা দিয়ে এমন ময়লা নয়।

সুতরাং এমন ইমামেরে পছেনে নামায আদায় করা সহি।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।